রবিবার ১৪ শ্রাবণ ১৪১৯
২৯ জুলাই ২০১২
দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

রাজবাড়ীতে ড্রাগন ফলের বাণিজ্যিক চাষ

•খান মোঃ জহুরুল হক•

রাজবাড়ীতে হর্টিকালচার সেন্টারের উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে ২০১১ সাল থেকে শুরু হয়েছে ড্রাগন ফলের বাণিজ্যিক চাষাবাদ। মাত্র দেড় বছরে গাছগুলো ফুলে-ফলে পূর্ণতা পেয়েছে। বর্তমানে নতুন করে কয়েকশ' চারাও উৎপাদিত হয়েছে যা প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে ড্রাগন চাষ নিয়ে কৃষকদের মধ্যেও রীতিমত উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে।

ক্যাকটাস জাতীয় এ ফল ভিয়েতনামের হলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে এর চাষাবাদ। রাজবাড়ী জেলার মাটি ও আবহাওয়া ড্রাগন ফল চাষের জন্য উপযোগী বলে এ জেলা থেকে ভাল ফলন পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞরা। রাজবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের উদ্যানতত্ত্ববিদ আশুতোষ কুমার বিশ্বাস জানান, প্রতি হেক্টর জমিতে ১ হাজার চারা রোপণ করা সম্ভব। এর জন্য সার ও শ্রমিকসহ আনুষাঙ্গিক খরচ হবে ২ লক্ষ টাকা। ফলন আশানুরূপ হলে প্রতি ৫ বছরে এই জমি থেকে আয় আসবে এক কোটি টাকা।

নানা ঔষধি গুণ রয়েছে এই ফলটিতে। বিশেষ করে ডায়াবেটিকস রোগীরা ভাতের বিকল্প খাবার হিসেবেও ফলটি খেতে পারেন। এছাড়া কোলস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপ, কোষ্ঠকাঠিন্যসহ অনেক জটিল রোগের পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ড্রাগন ফল। গরু-ছাগলে এ গাছ খায় না এবং কোনো প্রকার ভাইরাসও আক্রমণ করে না বলে এর চাষ লাভজনক।

রফতানি হচ্ছে লটকন

•শেখ মানিক•

ফুল হয় না পাপড়িও ঝড়ে না, সরাসরি গাছের কাণ্ড থেকে বের হয় লটকন যার স্থানীয় নাম বুগি বা বুবি। টক মিষ্টিতে ভরপুর শিবপুরের লটকন এখন রফতানি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। নরসিংদী জেলাধীন শিবপুর উপজেলার শতাধিক চাষির ভাগ্য বদলে দিয়েছে এই ফল। শিবপুরের চাষিদের অন্যতম অর্থকরী ফসল হিসেবে স্থান করে নিয়েছে লটকন। লটকন চাষিরাও খুশি। ভাল ফলনে কৃষকরা জঙ্গলী ফল লটকন এখন সোনালি ফল লটকন নামে আখ্যায়িত করেছে। পাইকারীরা সতেরশ' থেকে দু'হাজার টাকা দরে স্থানীয় বাজারে প্রতিমন লটকন কিনছে। এদিকে চাষিরা দিন দিন পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ ফল লটকন চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, শিবপুর উপজেলায় আড়াই হাজার একর জমিতে লটকনের চাষ হয়েছে। লটকন চাষ করে অনেক চাষি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। উপজেলার যশোর ইউনিয়নের যশোর, চৈতন্যা, জয়নগর, ছুটাবন্দ, বিরাজনগর, দড়িপুরা,বাঘাব ইউনিয়নের বাঘব, ব্রাহ্মন্দী, আখড়াশাল এলাকায় প্রচুর পরিমাণের লটকনের চাষ হয়ে থাকে। এ সকল এলাকায় এখন মৌসুমী অর্থকরী ফসল হিসেবে লটকনের সম্ভাবনাই প্রচুর। চাষিরা পতিত জমাজমিতে লটকনের চাষ করছে।